

ভুল বোঝাবুঝির হোক অবসান -বিপ্লব

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর নাকি ভারতের? এই নিয়ে অর্নবের লেখা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হওয়ায়, আমি একটুও অবাক নই। বিতর্ক হচ্ছে এটা খুব ভালো ব্যাপার, নইলে দুই বাংলার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটা থেকেই যেত। বিতর্কের মাধ্যমেই সেটা দূর হোক।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিশ্বমানবিকতার কবি। তাকে ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ করলে, কবির সারা জীবনের অর্জনকে অপমান করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার পর, ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক লিখেছেন। বিশ্বকবি বলেই চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া সহ যেকোন ভদ্র এশীয় দেশে, গুরুদেবের ওপর অবিরত গবেষণা চলছে। তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের সম্পত্তি হতে পারেন না। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালীদেরও একছত্র জমিদারি নন। তিনি বিশ্বমানবিকতার-তাই ল্যাটিন আমেরিকা থেকে জাপানে, অতীতের যে কবিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ, তিনি বিশ্বমানবের রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী বা ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ নন।

পাশাপাশি বাংলাদেশীদের কিছু ভুল ধারণা ভাঙার চেষ্টা করেও দেখছি ফল হচ্ছে না। তাদের মাথায় কেও প্রোগ্রাম করে ঢুকিয়ে দিয়েছে বাঙলা ভারতের একটা আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। সেটা দেখছি তোতাপাখির মতন সমস্ত বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীরা আউরে যাচ্ছেন।

আরে ভাই ভারতীয় ভাষা বলে কিছু আছে নাকি? ভারতের সব ভাষাই আঞ্চলিক ভাষা। হিন্দি আগে ছিল মাত্র তিনটি প্রদেশের ভাষা। এখন সেই তিনটি প্রদেশ ভেঙে ছটি হয়েছে, তাই হিন্দি ছটি প্রদেশের ভাষা। বাংলা ছিল দুটি প্রদেশ এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (আন্দামান নিকোবর) ভাষা। ভারতে কোন ভাষা কারুর অধীন নয়। ভারতীয় সংবিধানে চোদ্দটা ভাষাই রাষ্ট্রভাষা। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা বলে বেড়াচ্ছে হিন্দিভাষীরা। এই ধাপ্লাবাজিটা নিয়ে ভারতেই অনেক আঞ্চলিক আন্দোলন হয়েছে। যেমন তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং অন্ধপ্রদেশের আঞ্চলিক দলগুলি, যারা শাসন ক্ষমতাই আছে, তারা ক্ষমতা দখল করেছে হিন্দির বিরোধিতা করে। শুধু তাই নয়, এইসব রাজ্যগুলিতে টিভিতে হিন্দি ঢুকতে দেওয়া হয় না। সিনেমা হলে মাত্র ৫০% হিন্দি সিনেমা চালাতে দেওয়া হয়। বাংলায় (খুব দ্রুত পশ্চিমবাংলা নামটা সংবিধানে পরিবর্তন করে, বাংলা করা হচ্ছে।) এমন কোন আন্দোলন হয় নি, কারণ পশ্চিমবঙ্গের এঁচরপাকা আত্মঘাতি বাঙালী। যারা সব বুঝে বসে আছেন।

হিন্দি সিনেমা, গানের চোটে সবার অবস্থা খারাপ। ঢাকা মোটেও এব্যাপারে কোন

ব্যতিক্রম না। যত লোক বাংলাদেশে হিন্দি পরিনীতা দেখেছে, তার একাংশও শরৎসাহিত্য চর্চা করে না। তাই আমি বারবার বলে আসছি, দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন না হলে বাংলার মার্কেট আরো ছোট হবে। আরো মুশকিল হবে হিন্দির বলিউডি কালচার আটকানো।

আরো একটা বাংলাদেশি অভিযোগ হলো এপার বাংলার লোকেরা বাংলাদেশী সংস্কৃতি নিয়ে উন্মাসিক। স্নব। ব্যাপারটা একশো ভাগ সত্যি। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্য বা গান নিয়ে বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ নেই। যেটুকু বাংলাদেশী সংস্কৃতি পৌঁছায়, সেটা নাটকে।

কিন্তু এই আগ্রহের অভাবটা কি এপারের বাঙালীদের দোষ?

আমি যে ব্যাপারটা বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যেভাবে আমি কুরোশোয়া বা ফেলিনি উপভোগ করি, বা একজন ফ্রেঞ্চ সত্যজিৎ রায় উপভোগ করে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি থেকে সেই রকম কেও এখনো আসেন নি, যার সিনেমা, বা গান বা সাহিত্য গোটা বিশ্বের লোক দেখবে। তনবীরা তালুকদার লিখেছেন জাপানে সাওথ ইস্টার্ন স্টাডিজ জসিমুদ্দিনকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। উনার ধারণা এটা বাংলাদেশের জন্ম না হলে হতো না। এটা খুব ভুল ধারণা। সাওথ ইস্টার্ন স্টাডিজের যত জার্নাল আছে সেখানে বাঙলার পাশাপাশি তামিল, মারাঠি, পাঞ্জাবি সব সাহিত্য নিয়েই গবেষণা হয়। সেখানে দুপার বাংলার সাহিত্যই গুরুত্ব পায়। দুই একটি লোকের এই গবেষণা দিয়ে আন্তর্জাতিক উৎকর্ষতা বা বাংলা সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকরন হয় না। সত্যজিত যেমন ফ্রান্সের ঘরে ঘরে জনপ্রিয়, তেমনটা হলে তবেই বোঝা যাবে, বাংলার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মানে উঠেছে।

এমনটা তখনই হবে যখন বাংলা সাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদ আরো বেশী হবে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের বেশী ইংরাজি অনুবাদ হয়, এটা লেখায় ডঃ জাফর উল্লাহ শব্দলক্ষ সহযোগে জানালেন, বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের প্রায় সবার ই বাংলাদেশ জন্ম হয়েছিল। কথাটা সত্যি বটে, এপার বাংলার সাহিত্যিকদের অনেকেই বাঙাল। কিন্তু শুধু বাংলাদেশে জন্মে ছিলেন বলে, কি করে তাদের সাহিত্য বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলো সেটা বুঝলাম না। কারণ তাদের বড় হওয়া থেকে লেখালেখি প্রায় সবটায় কোলকাতায়। উদাহরণ স্বরূপ জীবনানন্দের কথা বলা যেতে পারে। উনার জন্ম এবং স্কুলিং বরিশালে। বরিশালের বি এম কলেজে পড়িয়েছেন ১৯৩৪-৪৭ সালে। বাকী সময়টা কাটিয়েছেন কলকাতা এবং উত্তর ভারতে।

এখন জীবনানন্দকে বাংলাদেশের না পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যভুক্ত করবো? যেহেতু জীবনানন্দ যখন লিখছেন তখনো বাংলাদেশ সৃষ্টি হয় নি, রবীন্দ্রনাথের মতন জীবনানন্দও বাঙালীর-অখন্ড বাঙালীর। বাংলা ভাগ হতে পারে। ভাগ হতে পারে না রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং জীবনানন্দ।

আমার প্রশ্নটা ছিলো খুব সামান্য। বাংলা ভাষার জন্যই '৭১ য়ে তৈরী হলো বাংলাদেশ। কিন্তু গত পঁয়ত্রিশ বছরে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র পরিচালক বা সাহিত্যিক কেন আমরা পেলাম না? সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গও ধেড়িয়েছে। তবু অনুবাদের গুনে, মহেশ্বতা দেবী কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাবে এখন বেশ পরিচিত। কোন বাঙালী সাহিত্যিক যদি নোবেল পাওয়ার কাছে থাকেন, তাহলে তার নাম নিঃসন্দেহে মহেশ্বতা দেবী। সিনেমাতে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বেশ ভালো কাজ করেছে। সত্যজিত, ঋত্বিক, মুনাল সেন, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা, ঋতুপর্ণ বাংলাকে যেভাবে বিশ্বের দরবারে টেনেছে, তেমন কোন বাংলাদেশী সিনেমা পরিচালক এলো না কেন? সেটাও কি পশ্চিমবঙ্গের দোষ?

বাংলাদেশে প্রতিভা অবশ্যই আছে। পাশাপাশি জীবনধারণের সংগ্রামটাও তীব্র। বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক মানের সাহিত্য বা সিনেমা সৃষ্ট হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এপার বাংলার বুদ্ধিজীবীরা যে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বা রাজনৈতিক স্থিরতা বা স্বাধীনতা পেয়েছেন, সেটা বাংলাদেশে অনেক বুদ্ধিজীবীর ভাগ্যেই ঘটে নি। শুধু প্রতিভা থাকলেই তো হয় না, জল, সারও তো দিত হয়।

পাশাপাশি এটাও ভাবা যাক। পশ্চিম বঙ্গের ৩০% এবং বাংলাদেশের ৫৪% লোক দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না। জীবিকার সন্ধানে আমরা সবাই বাংলার বাইরে। কারণ দুই বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা আসলেই ভিখিরিতুল্য। এই বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের এতো গর্ব, মারামারি। অথচ, প্রবাসে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলাকে জানবে তাদের বাবামায়ের ভাষা হিসাবেই! ভাগ্যের কি পরিহাস! আমি অবশ্য ভাগ্যকে দোষ দিই না। যে জাতি, অর্থনীতিকে গুরুত্ব না দিয়ে, সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয় আগে, তাদের ভাগ্যে এটা প্রাপ্য। তাদের পরবর্তী প্রজন্মে বাংলাটাই ফ্যামিলি থেকে হারিয়ে যাবে-কারণ বাংলার অর্থনৈতিক দুর্দশায় তারা আছেন প্রবাসে! বিবর্তনের চালিকা শক্তি কাওকে ক্ষমা করে না।

বাংলার জলে, মাটিতে বাড়ছে আর্সেনিক আর নাইট্রেটের বিষ। পরের প্রজন্মে অনেকেই জন্মাবে হাঁপানি আর চর্মরোগ নিয়ে।

হায়, তবুও বাংলার অর্থনৈতিক ভাগ্য ফেরানো নিয়ে কোন আলোচনাই আমি দেখি না।

কি করলে এই আট-নয় কোটি অভুক্ত বাঙালী দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে, সেই নিয়ে আলোচনা করলে হয় না? নাকি তারা রবীন্দ্রনাথ জানে না বলে বাঙালী নয়?

